পরিবর্তিত বিশ্ব

ইউনিট ১৪

ভূমিকা

আমরা একটি অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বাস করছি। বিজ্ঞান, উন্নত যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির কারণে পৃথিবী পরিণত হয়েছে বিশ্বগ্রামে। কিন্তু এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে রয়েছে নানা নেতিবাচক দিক। নানারকম অপরাধ, দুর্নীতি, ঘুষ, অন্যায়, অন্যায্যতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সম্পদের অসম বণ্টন, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, শ্রেণিভেদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ, অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার, খুন, গুম, নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, শিশুশ্রম, খাদ্যে ভেজাল, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, নেশাগ্রস্ততা এবং আরও অনেক অপশক্তির কালোছায়া চারিদিক থেকে আমাদের গ্রাস করছে। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীকে সুন্দর ও আনন্দময় দেখতে চান। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে (২১: ১-৫) আমরা ইতিবাচকভাবে পরিবর্তিত বিশ্বের বর্ণনা দেখি- "তখন আমি এক নতুন আকাশ আর নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম; কারণ আদি আকাশ আর আদি পৃথিবী মিলিয়ে গিয়েছিল; কোন সমুদ্রও আর তখন ছিল না। আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, পরমেশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে সেই পুণ্যনগরী, সেই নতুন জেরুসালেম: সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, যেন বরের জন্যে সজ্জিত নববধূরই মতো!" ... তখন আমি শুনতে পেলাম, ঐশ সিংহাসন থেকে কার যেন উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠলো; "ওই দেখ, ওই তো মানুষের মাঝখানে পরমেশ্বরের সেই আবাস! তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন; তারা হবে তাঁর আপন জাতি। স্বয়ং পরমেশ্বর তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি হবেন তাদের আপন ঈশ্বর।" ঈশ্বর যখন আমাদের সঙ্গে থাকবেন- সেখানে বিরাজ করবে- ন্যায্যতা, শান্তি, সাম্য ও সম্প্রীতি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৪.১ : সামাজিক অন্যায়
পাঠ-১৪.২ : সহিংস বিপ্লবের কুফল
পাঠ-১৪.৩ : সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্ট
পাঠ-১৪.৪ : সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের ভূমিকা
পাঠ-১৪.৫ : সমাজ পরিবর্তনে আমার করণীয়

পাঠ-১৪.১ সামাজিক অন্যায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমাজে কীভাবে অন্যায় সাধিত হচ্ছে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আরোও জানবেন - কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সামাজিক অন্যায়ের শিকার হচ্ছে।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ধনী, ভিখারী, অন্যায্যতা, মনপরিবর্তন, অসম বন্টন, শ্রেণি বৈষম্য, দুর্নীতি, নির্যাতন, অবিচার ও শোষণ**

লুক ১৬:১৯-৩১

"এক ধনী ছিল। সে যত দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরে বেড়াত আর প্রত্যেকদিন ঘটা করে ভোজের আয়োজন করতো। তার বাড়ির ফটকের ধারে পড়ে থাকত লাজার নামে এক ভিখারী। তার সারা গায়ে ছিল ঘা। ধনীর টেবিল থেকে যে-সব খাবারের টুকরো মাটিতে পড়ত, তার খুব ইচ্ছে হত, তা-ই খেয়েই সে তার পেট ভরাবে। কিন্তু হায়, কুকুরেরা এসে, তার ঘা কিনা চেটে যেত! ... একদিন হলো কি, সেই ভিখারীটি মরে গেল। স্বর্গদূতেরা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলেন আব্রাহামের কোলের কাছে। তারপর সেই ধনী লোকটাও একদিন মারা গেল - তাকে সমাধি দেওয়া হলো।

অধোলোকের গভীরে যখন সে যন্ত্রণায় জর্জরিত, তখন চোখ তুলে তাকিয়ে সে দূর থেকে দেখতে পেল আব্রাহামকে ও তাঁর কোলের কাছে সেই লাজারকে। তখন সে চিৎকার করে বলে উঠলো: 'পিতা আব্রাহাম, আমাকে দয়া করুন! লাজারকে পাঠিয়ে দিন, সে যেন তার আঙুলের ডগাটুকু জলে ডুবিয়ে নিয়ে আমার জিভটা জুড়িয়ে দিয়ে যায়; কারণ এই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে আমি যে ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছি! কিন্তু আব্রাহাম বললেন; 'মনে রেখ, পুত্র, জীবনে তুমি তো সুখের সব-কিছুই পেয়েছিলে আর লাজার পেয়েছিলো দুঃখেরই সব-কিছু। এখন কিন্তু সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে আর তুমি ভুগছ যন্ত্রণায়। ... তা ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক বিশাল গহ্বরের ব্যবধান রাখা হয়েছে, যাতে এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের ওখানে কেউ যদি যেতেই চায়, সে যেন যেতে না পারে, তেমনি তোমাদের ওখান থেকেও যেন কেউ পার হয়ে আমাদের কাছে আসতে না পারে।'

ধনী লোকটি তখন বললো: 'তাহলে, পিতা, আপনাকে আমি এই অনুরোধ করছি, আপনি লাজারকে আমার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিন, কারণ আমার পাঁচজন ভাই রয়েছে। লাজার তাদের সতর্ক করে দিয়ে আসুক, তাদের যেন এই যন্ত্রণার জায়গায় আসতে না হয়। আব্রাহাম উত্তর দিলেন: 'তাদের জন্যে তো মোশী ও প্রবক্তরাই রয়েছেন! তারা বরং মৃতদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাদের কাছে আসে, তবেই তাদের মন-পরিবর্তন হবে।' আব্রাহাম তখন বললেন: 'তারা যদি মোশী ও প্রবক্তাদের কথা মেনে না চলে, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও তারা তবুও বিশ্বাস করবে না।"

অনুধ্যান ঃ যার যা-কিছু পাওনা, তা না পেলে বা ঠিক যেভাবে যা হবার কথা, তা না হলেই আমরা বলে থাকি তা অন্যায় বা অন্যায্যতা। পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, সমাজে নানারকম অসংগতি ও অন্যায্যতা বিরাজমান। ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পদের অসম বণ্টন, নির্যাতন-শোষণ, অবিচার, দুর্নীতি, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য, নারী ও শিশু পাচার, শিশুশ্রম, মানুষে মানুষে বিভেদ এগুলো প্রতিদিনের চিত্র। ধনী ব্যক্তি ও গরিব লাজারের গল্পে আমরা দেখতে পাই সামাজিক অন্যায্যতা। একদিকে ধনী ব্যক্তির প্রাচুর্য ও অপচয়, ভোগবিলাসিতা, সহভাগিতা না-করার মনোভাব, সম্পদের অসম বণ্টন এবং অন্যদিকে লাজারের বঞ্চনা, অভাব, কষ্ট, রোগ যন্ত্রণা ও মৃত্যু। এই অসমতা, বৈষম্য, সামাজিক পাপ ও অন্যায্যতা। এই অন্যায্যতা চলতে থাকলে সমাজে কখনও শান্তি আসবে না। তাই সামাজিক ন্যায্যতার জন্য আমাদের সচেতনতা দরকার। সামাজিক অন্যায় ও অন্যায্যতাগুলো চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করার জন্য সবার সক্রিয় ভূমিকা পালন জরুরী।

মনে রাখি ঃ ঈশ্বর যখন আমাদের সঙ্গে থাকেন সেখানে বিরাজ করে ন্যায্যতা, শান্তি, সাম্য ও সম্প্রীতি।

শব্দটীকা ঃ বৈষম্য- পার্থক্য, প্রভেদ, অসমতা; অন্যায্যতা- অনুচিত,অন্যায়, অসঙ্গতি।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**পাঁচটি প্রধান সামাজিক অন্যায়ের তালিকা প্রস্তুত করুন এবং আপনার কী করণীয় তা দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক অন্যায় হলো- ন্যায্য অধিকার বা পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়া। অসম বন্টন, শ্রেণি বৈষম্য, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবিচার, নির্যাতন-শোষণ, ঘুষ-দুর্নীতি এগুলো সামাজিক অন্যায্যতার বাস্তব চিত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৃত্যুর পর স্বর্গদূতেরা গরিব লাজারকে কোথায় নিয়ে রাখলেন-
ক) পিতা আব্রাহামের কোলে খ) মা মারীয়ার কোলে
গ) সাধু পিতরের কোলে ঘ) পিতা ঈশ্বরের কোলে।

২। ধনী লোকটি মৃত্যুর পর কোথায় অবস্থান করছিল-
ক) ফুটন্ত পানির মধ্যে খ) জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে
গ) জ্বলন্ত গন্ধকের মধ্যে ঘ) ফুটন্ত তেলের মধ্যে।

৩। নিচের কোন্‌টি সামাজিক অন্যায্যতা নয়-
ক) শিশুশ্রম খ) সম্পদের অসম বণ্টন
গ) স্বার্থপরতা ঘ) নিরাপত্তা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রেশমারা তিন ভাইবোন। তার বয়স দশ। রিক্‌শাচালক বাবা দুর্ঘটনায় মারা যান। ঢাকা শহরের একটি বস্তিতে তাদের বসবাস। মা মানুষের বাসায় কাজ করে সংসার চালান। সংসারে নিত্য অভাব। পেটের দায়ে তাই রেশমাও এক সময় মানুষের বাসায় কাজ করতে যায়। ছোট এই মেয়েটিকে দিয়ে বাসার যাবতীয় কাজ করানো হতো। কাজগুলো ঠিকমতো না হলে তাকে মারধর করা হতো এবং তাকে ঠিকমতো খাবার দেয়া হতো না। শিশু রেশমার উপর নানাভাবে নির্যাতন করা হতো।

ক) গরিব লাজার কীভাবে তার পেট ভরাতো?
খ) ধনী লোকটি কী অন্যায় করেছিলো?
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত রেশমাদের মতো যারা শিশুশ্রমের শিকার তাদের প্রতি আপনার দায়িত্ব কী?
ঘ) গরিব লাজার ও রেশমা কোন্ ধরনের সামাজিক অন্যায্যতার শিকার তুলনা করে আপনার মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১: ১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠ-১৪.২ সহিংস বিপ্লবের কুফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সহিংস বিপ্লবের কুফলগুলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**যুদ্ধ, লোভ, সহিংস বিপ্লব, স্বার্থপরতা ও অহিংস আন্দোলন**

যাকোব ৪:১-১০

"তোমাদের মধ্যে কী থেকে জাগে যত যুদ্ধ, কী থেকেই বা জাগে যত বিবাদ? তোমাদের অন্তরে ভোগসুখের যে সমস্ত বাসনা নিত্যই সংগ্রাম করে, তা থেকেই কি নয়? তোমরা লোভ করছ, কিন্তু হাতে কিছুই পাচ্ছ না; আর সেজন্যেই তোমরা হত্যা করতে যাচ্ছ! তোমরা ঈর্ষা করছ, কিন্তু মনের ইচ্ছা মেটাতে পারছ না; আর সেজন্যেই বিবাদ বাধাচ্ছ, যুদ্ধ করছ! আসলে তোমরা যা পেতে চাও, তা পাবার জন্যে প্রার্থনা কর না বলেই তা পাও না। কিংবা প্রার্থনা করেও তোমরা যে তা পাচ্ছ না, তার কারণ, তোমরা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রার্থনা করছ; অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের ভোগসুখের পেছনেই ব্যয় করতে চাইছ!"

অনুধ্যান ঃ পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিপ্লব ঘটেছে। সহিংস বিপ্লবে সব সময় সাধিত হয়েছে ধ্বংস যজ্ঞ। বহুলোক অকালে প্রাণ হারিয়েছে, ধন সম্পদ নষ্ট হয়েছে। মানুষ মানুষের শত্রু হয়েছে ও মানবিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হয়েছে। আমরা ইতিহাস বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের নাম শুনেছি। সেই সময় পৃথিবী জুড়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে আমরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেও দেখতে পাই, সহিংসতার কারণে কত নিরপরাধ মানুষ কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, অগ্নিদগ্ধ, বিকলাঙ্গ, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। দেশের শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হতে চলেছে। স্বার্থপরতা, ক্ষমতার লোভ, কামনা, বাসনা, হিংসা, ঈর্ষা থেকে মানুষ সহিংস ও যুদ্ধবাজ হয়ে উঠছে। জনজীবনের দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া এর কোন সুফল নেই। এই উপমহাদেশের মহাত্মা গান্ধী সহিংসতার এই কুফল দেখেই অহিংস আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

মনে রাখি ঃ হিংসাকে যারা ভালোবাসে, ভগবান তাদের তো ঘৃণাই করেন (সাম ১১:৫)।

শব্দটীকা ঃ বিপ্লব - বিদ্রোহ, ব্যাপক ধ্বংস বা বিনাশ; ঈর্ষা - হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা; বিবাদ - ঝগড়া, বিরোধ, কলহ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**সহিংস আন্দোলনের ৫টি কুফল এবং অহিংস আন্দোলনের ৫টি সুফল লিখে একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।**

সারসংক্ষেপ

সহিংস বিপ্লব কোন সুফল বয়ে আনতে পারে না। এর ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে দুঃখ-যন্ত্রণা, মৃত্যু ও হাহাকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন্‌টি সহিংস বিপ্লবের কুফল-
ক) অকাল মৃত্যু ও ধ্বংস যজ্ঞ
খ) দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য
গ) নিরাপত্তাহীনতা
ঘ) বেকারত্ব ও অভাব।

২। সহিংস বিপ্লবের কারণ
ক) পরাধীনতা
খ) স্বার্থপরতা ও লোভ
গ) শোষণ ও শাসন
ঘ) অত্যাচার ও ঘৃণা।

৩। কখন প্রার্থনার ফল পাওয়া যায় না-
ক) অন্যের অমঙ্গল কামনা করলে
খ) প্রতারণা করার মনোভাব থাকলে
গ) অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করলে
ঘ) অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা মানব ইতিহাসের এক জঘন্য অধ্যায়। এই দাঙ্গায় অগ্নিসংযোগ করে এবং নৃশংসভাবে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এমন কি গর্ভবতী মাকে জীবন্ত অবস্থায় পেট কেটে বাচ্চা বের করে মা ও সন্তানকে একসাথে হত্যা করা হয়েছে।

ক) সহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলনের নাম কী?
খ) সহিংস বিপ্লবের কুফল বাস্তব জীবনে কতটা অমানবিক বলে আপনি মনে করেন?
গ) সহিংস বিপ্লব কোন সুস্থ-সহৃদয় মানুষের কাম্য হতে পারে না- ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) গুজরাট হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা-সহিংস বিপ্লবের এক সচিত্র নমুনা- উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২: ১. ক ২. খ ৩. গ

পাঠ-১৪.৩ সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্ট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমাজের অন্যায়গুলি চিহ্নিত করে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**যীশু, প্রথা, রীতিনীতি, অন্যায়-অবিচার, গোঁড়ামী, প্রান্তিক সীমা ও বঞ্চিত**

যোহন ঃ ২:১৩-১৭

ইহুদীদের নিস্তার-পর্বের সময় এগিয়ে এলে যীশু জেরুসালেমে গেলেন। একদিন মন্দিরের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, ব্যাপারীরা গরু, ভেড়া ও পায়রা বিক্রি করছে আর পোদ্দারেরা টেবিল পেতে বসে আছে। দড়ি দিয়ে একগাছা চাবুক তৈরি করে তিনি তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন। পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে ফেলে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন। পায়রাওয়ালাদের তিনি বললেন; "এখান থেকে এসব নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা বাজারে পরিণত করো না!" তাঁর শিষ্যদের তখন মনে পড়ে গেল শাস্ত্রের এই উক্তি; "তোমার গৃহসেবার আগ্রহ আগুনেরই মতো গ্রাস করবে আমায়!"

অনুধ্যান ঃ সমাজ পরিবর্তনে ব্যক্তি যীশুর উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। সমাজের প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় রীতিনীতি, নিয়মকানুন, অন্যায় শোষণ-শাসন, অসংগতি, ধর্মীয় নেতাদের ভণ্ডামী, গোঁড়ামি, অবিচার, নারীদের মানব অধিকার বঞ্চিত করা, এইসব যীশু খুব তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। যেরুশালেম মন্দিরে ব্যবসায়ীদের উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপে তিনি ভীষণ রেগে যান এবং মন্দিরের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তাদের বিতাড়িত করেন। ইহুদী নেতা ও ভণ্ড ফরিসীদের তিনি তীব্র নিন্দা ও তিরস্কার করেন। ব্যভিচারী নারীকে বিচারের জন্য তাঁর কাছে আনা হলে, যে নির্দোষী তাকে তিনি পাথর মারতে বললেন। এতে একে একে সবাই সরে পড়ে। যীশু ন্যায্য বিচারক ও ক্ষমাশীল মানুষরূপে মেয়েটির পাশে দাঁড়ান। মানবিকতাহীন নিয়মকে বদলে তিনি ভালোবাসার নতুন নিয়ম স্থাপন করেন। সমাজের প্রান্তিক সীমার দরিদ্র, নিপীড়িত, অবহেলিত, অধিকার বঞ্চিত মানুষদের পক্ষ নিলেন তিনি। সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে, সবার সামনে যীশু হয়ে উঠলেন নতুন এক মানুষ - এক নতুন দৃষ্টান্ত। যেখানেই তিনি অন্যায়, অসংগতি লক্ষ্য করেছেন তার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন।

মনে রাখি ঃ যীশু সমাজের প্রান্তিক সীমার দরিদ্র, নিপীড়িত, অবহেলিত, অধিকার বঞ্চিত মানুষদের পক্ষ নিলেন।

শব্দটীকা ঃ পোদ্দার - মহাজন, যে সুদে ধার দেয়; গোঁড়ামি - ধর্মমত অন্ধবিশ্বাসের সাথে অনুসরণ করা, ধর্মান্ধতা; প্রান্তিক সীমা - প্রান্তবর্তী, শেষ সীমানা।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**সমাজের অসংগতি, ধর্মীয় গোঁড়ামী, বঞ্চিত ও ক্ষমতাহীন মানুষদের প্রতি আপনি কী দায়িত্ব বা ভূমিকা পালন করেন, যা সমাজ পরিবর্তনে সহায়ক, দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

সমাজ পরিবর্তনে যীশুর ভূমিকা ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের পক্ষ নিয়েছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। সমাজপতিদের ভণ্ডামী ও ধর্মীয় গোঁড়ামির তীব্র নিন্দা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যেরুশালেম মন্দির থেকে যীশু কাদের বিতাড়িত করলেন-
ক) করগ্রাহকদের খ) নিপীড়িতদের
গ) ফরিসীদের ঘ) ব্যাপারীদের।

২। যীশু কাদের পক্ষ নিয়েছিলেন-
ক) দরিদ্র, নিপীড়িত ও অবহেলিতদের খ) দরিদ্র, নিপীড়িত ও ব্যবসায়ীদের
গ) নিপীড়িত ও সমাজপতিদের ঘ) অবহেলিত ও ইহুদী নেতাদের।

৩। "এখান থেকে এসব নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা বাজারে পরিণত করো না"- একথা যীশু কাদের বলেছিলেন?
ক) পোদ্দারদের খ) ব্যবসায়ীদের
গ) পায়রাওয়ালাদের ঘ) ফরিসীদের।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

অঞ্জলি বিধবা মায়ের সুন্দরী যুবতী মেয়ে। যথেষ্ট সাবধান থাকা সত্ত্বেও পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা নানাভাবে তাকে উত্যক্ত করে। একদিন মায়ের অনুপস্থিতিতে ছেলেগুলো সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। অঞ্জলি সন্তান সম্ভবা হয়। পাড়ায় সালিশ হয়। টাকা দিয়ে ছেলেগুলো সুবিচার বন্ধ করার চেষ্টা করে। বিচারে মাইকেল মাতব্বর বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রতিপক্ষের সাথে জোর লড়াই করেন এবং সুবিচার কায়েম করেন। নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছেলেগুলিকে যথাযথ শাস্তি দেন এবং অঞ্জলির সুব্যবস্থা করেন।

ক) "এখান থেকে এসব নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা বাজারে পরিণত করো না!"- এটি কার উক্তি?

খ) সমাজ পরিবর্তনে আপনি কাদের পক্ষ নেবেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ) বর্তমান সমাজে অঞ্জলিদের মতো মানুষদের সুবিচারের জন্য যীশুর শিক্ষা কীভাবে প্রযোজ্য- আপনার মতামত দিন।

ঘ) "মাইকেল মাতব্বর সমাজ পরিবর্তনে যীশুর আদর্শ পালন করেছেন"- উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩: ১. ঘ ২. ক ৩. গ

পাঠ-১৪.৪ সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নতুন যুগের প্রবক্তা হিসেবে সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবর্তিত সমাজে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী হবার শিক্ষালাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**নতুন, পুরাতন, যীশু, উদার, মানবিক ও পরিবর্তন**

মথি ৯:১৪-১৭

"এরপর একদিন দীক্ষাগুরু যোহনের শিষ্যেরা যীশুর কাছে এলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন: "আমরা ও ফরিসিরা প্রায়ই উপোস করি, অথচ আপনার শিষ্যেরা তো করেন না। এর কারণ কী?" উত্তরে যীশু বললেন: "যতক্ষণ বর সঙ্গে থাকে, ততক্ষণ বরযাত্রীরা কি শোক করতে পারে? ... কিন্তু এমন দিন আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে; আর তখনই তারা উপোস করবে!" যীশু আরও বললেন: "কেউ পুরনো পোশাকে কোরা কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে পোশাকে তালির টান পড়ে আর ছেঁড়াটা তাতে আরও বেড়ে যায়। তেমনি টাটকা দ্রাক্ষারসও লোকে পুরনো চামড়ার ভিস্তিতে রাখে না; রাখলে ভিস্তির গায়ে ফাটল ধরে; তার ফলে দ্রাক্ষারসও পড়ে যায় আর ভিস্তিও নষ্ট হয়। না, লোকে টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে নতুন চামড়ার ভিস্তিতে। তাতে দ্রাক্ষারস আর ভিস্তি দুই-ই রক্ষা পায়!"

অনুধ্যান ঃ যীশু নতুন মোশী। তিনি নতুন যুগের স্রষ্টা এবং পুরাতন নিয়মের পূর্ণতাদানকারী। সমাজের প্রচলিত প্রথা, নিয়মকানুন, বিধিবিধানগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন করে তিনি সেগুলোকে করে তোলেন অনেক বেশি উদার ও মানবিক। ফরিসীদের তিরস্কার করে তিনি বলেছেন, পুরোনো পোশাকে কেউ নতুন কাপড়ের তালি দেয় না। কিংবা পুরোনো পাত্রে কেউ নতুন দ্রাক্ষারস রাখে না। এতে করে কোনটাই কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ নতুন শিক্ষা, নতুন বিষয়, সমাজ পরিবর্তনের নতুন ধারা ধারণ করার জন্য খোলা মন মানসিকতা দরকার। সমাজ চিরদিন একই ধারায় চলতে পারে না। যীশু সমাজের এই পরিবর্তন আনয়নে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজ পরিবর্তনের যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন - বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনায় আমরা তা দেখতে পাই। তিনি পাপকে ঘৃণা করেছেন, পাপীকে নয়। তিনি পাপীদের সাথে খাওয়া দাওয়া করেছেন। সামারীয় নারীর কাছে জল চেয়েছেন। শত্রুকে ভালোবাসতে ও ক্ষমা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। সমাজের যেখানে পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই তিনি এই ভূমিকা পালন করে গেছেন।

মনে রাখি ঃ নতুন শিক্ষা, নতুন বিষয়, সমাজ পরিবর্তনের নতুন ধারা, ধারণ করার জন্য খোলা মন মানসিকতা দরকার।

শব্দটীকা ঃ ভিস্তি - মশক, পানি বহনের জন্য চর্মনির্মিত এক প্রকার থলি

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**সমাজে কী কী পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করছেন এবং এগুলোর সাথে কীভাবে খাপ খাওয়াচ্ছেন তা দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশু নতুন মোশী - নতুন যুগের প্রবক্তা। তিনি নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম-কানুন যেগুলি মানুষের জন্য কল্যাণকর ছিল না সেগুলি পরিবর্তন করে সমাজে পরিবর্তন এনেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুর শিক্ষা অনুসারে তাঁর শিষ্যেরা কখন উপোস করবে-
ক) বর সঙ্গে না থাকলে খ) বর সঙ্গে থাকলে
গ) প্রায়ই উপোস করবে ঘ) বিশ্রামবার দিন।

২। নতুন চামড়ার ভিস্তিতে টাটকা দ্রাক্ষারস রাখলে-
ক) দ্রাক্ষারস খুব সতেজ থাকে খ) ভিস্তি রক্ষা পায়
গ) দ্রাক্ষারস আর ভিস্তি দুই-ই রক্ষা পায় ঘ) শুধু দ্রাক্ষারস রক্ষা পায়।

৩। নতুন যুগের স্রষ্টা এবং পুরাতন নিয়মের পূর্ণতাদানকারী কে?
ক) যোহন খ) যীশু
গ) মথি ঘ) পল।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

কলকাতায় একবার একটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক লোকের সমাগম হলো। দুই-একদিনের মধ্যেই টয়লেটগুলো ভীষণ নোংরা ও দুর্গন্ধময় হলো। পরিবেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়লো। একে অন্যকে দোষারোপ করতে আরম্ভ করলো। কিন্তু এই অবস্থা নিরসনের জন্য কেউ কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলো না। তখন মহাত্মা গান্ধী বাজারে গিয়ে ঝাড়ু কিনে আনলেন এবং নিজেই টয়লেট পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলেন। তখন আরও বেশ কয়েকজন তাঁর সাথে যোগ দিলেন এবং পুরো পরিবেশ বদলে গেলো।

ক) পুরনো পোশাকে নতুন কাপড়ের তালি দিলে কী হয়?

খ) পুরনো পোশাক ও নতুন কাপড়ের তালি এবং টাটকা দ্রাক্ষারস ও পুরনো চামড়ার ভিস্তি বলতে কী বুঝেন?

গ) অন্যকে দোষারোপ করার পরিবর্তে আপনি কীরূপে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারেন?

ঘ) সমাজ পরিবর্তনে মহাত্মা গান্ধী কীভাবে যীশুর শিক্ষা বাস্তবায়ন করলেন? পাঠ ও উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪: ১. ক ২. গ ৩. খ

পাঠ-১৪.৫ সমাজ পরিবর্তনে আমার করণীয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে সচেতন হবেন।
- সমাজ পরিবর্তনে আপনার করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পরিপক্ব ও আধ্যাত্মিক মানুষ, নিম্নতর স্বভাব ও শাশ্বত জীবন**

গালাতীয় ৬:১-১০

"অন্যায় কাজ করতে গিয়ে কেউ যদি কখনো ধরা পড়ে যায়, তোমরা, আধ্যাত্মিক মানুষ যারা, তোমরা বরং কোমল মনোভাব নিয়েই তাকে আবার সৎ পথে ফিরিয়ে আনো! তবে নিজেদের সম্বন্ধে তোমরা কিন্তু সাবধান হয়ে থেকো, নইলে নিজেরাই হয় তো কখন প্রলোভনে পড়বে। তোমরা একে অন্যের বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য কর। এই ভাবেই তো তোমরা খ্রিষ্টীয় বিধানের সমস্ত দাবি পূরণ করতে পারবে। কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ নিজেকে বেশ যোগ্য মানুষ বলেই মনে করে, তাহলে সে তো নিজের সঙ্গে ছলনাই করে। প্রত্যেকে নিজের-নিজের কাজ বরং যাচাই করে দেখুক। ভালো কাজ করে থাকলে সে তো পরের সঙ্গে নিজের তুলনা করে নয়, বরং নিজেকে নিয়েই গর্ব করতে পারবে। আসলে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের বোঝা থাকে, যা তাকে নিজেই বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। যাকে ঐশ বাণীর দীক্ষা দেওয়া হয়, তার কর্তব্য হলো, তার নিজের যা-কিছু আছে, তা থেকে কিছু অংশ দীক্ষাদাতাকে দান করা। তোমরা কিন্তু ভুল করে এমন কথা ভেবো না যে, ঈশ্বরের সঙ্গে কোনরকম চালাকি করা চলে। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। যে লোক বীজ বুনবে নিজের নিম্নতর স্বভাবেরই জমিতে, সে কিন্তু নিজের নিম্নতর স্বভাবের সেই জমি থেকে পাবে বিনাশেরই ফসল। তেমনি যে লোক বীজ বুনবে নিজের আধ্যাত্মিক স্বভাবেরই জমিতে, সে তো নিজের আধ্যাত্মিক স্বভাবের সেই জমি থেকে পাবে শাশ্বত জীবনেরই ফসল। সুতরাং আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি! কেন না আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তাহলে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল পাবই। তাই বলি, এসো, যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি-- বিশেষ করে তাদেরই মঙ্গল করতে, যারা একই খ্রিষ্টবিশ্বাসের বন্ধনে আমাদের আপনজন।"

অনুধ্যান ঃ প্রতিজন একক ব্যক্তি, সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ পরিবর্তনে প্রথমেই আমাকে একজন পবিত্র, বিশ্বাসী, পরিশীলিত, পরিপক্ব ও আধ্যাত্মিক মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। আমার পবিত্র ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সবার কাছে আদর্শস্বরূপ হয়ে উঠবে। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের ফসল সবাইকে বিশ্বাসের পথে পবিত্রভাবে চলতে শক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমার প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি দিয়ে আমি সবাইকে সুপথে পরিচালিত করবো। যা সবার জন্য সমাজে ও মণ্ডলীতে মঙ্গল বয়ে আনবে। নিরলসভাবে নিজে বিশ্বাসের পথে পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হওয়া ও অন্যকে সাহায্য করাই সমাজ পরিবর্তনে আমার মহান কর্তব্য।

মনে রাখি ঃ সমাজ পরিবর্তনে প্রথমেই আমাকে একজন পবিত্র, বিশ্বাসী, পরিশীলিত, পরিপক্ব ও আধ্যাত্মিক মানুষ হতে হবে।

শব্দটীকা ঃ দীক্ষা - ধর্মোপদেশ, উপদেশ, শিক্ষা, সংস্কার

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখুন- যেগুলি সমাজ পরিবর্তনে আপনার করণীয় বলে মনে করেন।**

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেকজন ব্যক্তি সমাজের মৌলিক একক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী। তাই একজন ব্যক্তি যদি নিজে সৎ, পবিত্র, ধার্মিক ও দায়িত্বশীল জীবন যাপন করেন তাহলে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা যেন চেষ্টা করি সবার-
- ক) উন্নতি সাধন করতে
- খ) মুক্তি সাধন করতে
- গ) জীবন রক্ষা করতে
- ঘ) মঙ্গল করতে।

২। যে লোক বীজ বুনবে নিজের আধ্যাত্মিক স্বভাবেরই জমিতে, সে তার নিজের সেই জমি থেকে পাবে-
- ক) শাশ্বত জীবন
- খ) শাশ্বত জীবনেরই ফসল
- গ) আধ্যাত্মিক জীবন
- ঘ) আধ্যাত্মিক জীবনের ফসল।

৩। সমাজ পরিবর্তনের জন্য একজন মানুষকে হতে হয়-
- ক) পবিত্র ও পরিপক্ব
- খ) শারীরিকভাবে শক্তিশালী
- গ) ক্ষমতাশালী
- ঘ) দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মাদার তেরেজা বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত একটি নাম, সেবার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টবিশ্বাসে পরিপক্ব ও পবিত্র একজন নারী। তিনি হলেন আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত জীবনের এক উজ্জ্বল প্রতীক ও পথপ্রদর্শক। সমাজের উপেক্ষিত, নিগৃহীত, বঞ্চিত, অসহায়, দুঃস্থ মানুষের পক্ষ নিয়ে তিনি সমাজ পরিবর্তনের একটি দিক নির্দেশনা আমাদের দান করেছেন। তাঁর জীবনকালে পৃথিবীর ১২০টি দেশে তিনি আর্তমানবতার জন্য সেবাকাজ শুরু করেছেন। একজন মানুষ, বিশ্বে কী বৈপ্লবিক একটি পরিবর্তন এনেছেন!

ক) সমাজ পরিবর্তনে আপনাকে কেমন মানুষ হতে হবে?

খ) সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা পালনে আধ্যাত্মিক জীবনে সবল হতে হবে কেন?

গ) সমাজ পরিবর্তনে আপনি কী করতে পারেন? বর্ণনা করুন।

ঘ) সমাজ পরিবর্তনে মাদার তেরেজা ব্যক্তি হিসেবে কতটুকু সফল হয়েছেন? সাধু যাকোবের ধর্মপত্র ও উপরে উল্লিখিত উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৫: ১. ঘ ২. খ ৩. ক

উত্তরমালা: ইউনিট-১৪

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) ক	২) খ	৩) ঘ
পাঠ-২	১) ক	২) খ	৩) গ
পাঠ-৩	১) ঘ	২) ক	৩) গ
পাঠ-৪	১) ক	২) গ	৩) খ
পাঠ-৫	১) ঘ	২) খ	৩) ক